অলি আহমেদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে

সংসদে পয়েন্ট অব অর্ডারে মহাজোট এমপিরা

সংসদ রিপোর্টার : লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমেদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও সংসদে নিন্দা প্রস্তাব আনার দাবি জানিয়েছেন মহাজোটের এমপিরা। চট্টগ্রামে এক সভায় মহিলা সংসদ সদস্যদের 'পণ্য' হিসেবে অভিহিত করে তাদের সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেয়ার প্রতিবাদে তারা এ দাবি জানান। একই সঙ্গে এমপিরা তাকে (অলি) বিশেষ অধিকার কমিটিতে উপস্থাপন করে জবাব চাওয়ারও দাবি জানিয়েছেন। গতকাল রোববার মাগরিবের নামাজের পর প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে সংসদে পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে তারা কর্নেল (অব.) অলি আহমেদের ধৃষ্টতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেন। পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য রাখেন শেখ ফজলুল করিম সেলিম, মইনুদ্দিন খান বাদল, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, মেহের আফরোজ চুমকি ও এডভোকেট তারানা হালিম।

মইনুদ্দিন খান বাদল বলেন, গণতন্ত্র চর্চার প্রাণকেন্দ্র জাতীয় সংসদের সামনের আসনে বসেন, বহুবার নির্বাচিত এমপি হিসেবে নিজেকে দাবি করেন এমন একজন সংসদ সদস্য সম্প্রতি চট্টগ্রামে এক জনসভায় সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি সম্পর্কে বলেন, 'এখানে অনেক যুবক আছে। একজন মাত্র মহিলা এমপি দিয়ে কি হবে?' যে সংসদে প্রধানমন্ত্রী, সংসদ উপনেতা, বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী। সেই সংসদে নারীদের নিয়ে এমন উক্তি করে তাদের আপনি কিভাবে দেখবেন? এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের জন্য কর্নেল (অব.) অলি আহমেদের বিচার হওয়া উচিত। এরপর তিনি বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী জিএম কাদেরের সমালোচনা করে বলেন, তিনি (জিএম কাদের) বলেছেন, দেশে স্বৈরাচার কায়েম হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় আছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারকে স্বৈরাচার বলার অধিকার আপনার নেই। এ ধরনের বক্তব্য দেয়ার আগে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে সাধারণ সংসদ সদস্যদের আসনে আসুন। তখন যা খুশি তাই বলতে পারবেন। এ ধরনের সদস্যদের এমন বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য সংসদের পক্ষ থেকে সতর্ক করে দেয়া প্রয়োজন।

কর্নেল (অব.) অলি আহমেদের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে মেহের আফরোজ চুমকি বলেন, যেসব মহিলা সদস্যের নির্দিষ্ট সংসদীয় আসন নেই, তাদের কাজ সারা বাংলাদেশে। প্রধানমন্ত্রী যখন নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য ব্যবস্থা করেছেন তখন কর্নেল (অব.) অলি আহমেদের মতো ব্যক্তিরা এ ধরনের বক্তব্য দেয়ার সাহস কোথায় পায়? ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের জন্য সংসদ সদস্যদের কাছে অলি আহমেদকে ক্ষমা চাইতে হবে। এডভোকেট তারানা হালিম বলেন, একজন সংসদ সদস্য যিনি মুক্তিযোদ্ধা এবং বীর বিক্রম। তার মতো লোক নারী সংসদ সদস্যকে পণ্য হিসেবে দেখলেন। তার কাছে এমন বক্তব্য আশা করিনি। তার এ ধরনের বক্তব্যে লজ্জা বোধ করছি। আমরা তাকে সকল সংসদ সদস্যের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানাচ্ছি। তার এই বক্তব্য অমার্জনীয় অপরাধ। ক্ষমা প্রার্থনা না করলে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে আমরা বাধ্য হবো। ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বলেন, অলি আহমেদের মুখে কোন লাগাম নেই। কুরুচিপূর্ণ কথা বলাই তার স্বভাব। বাংলাদেশে দুজন বেয়াদবের জন্ম হয়েছে। তারা দুজনই চট্টগ্রামের। একজন জেলখানায় আছেন। আরেকজন হলেন অলি আহমেদ। এরা সব সময় কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা বলে। এরপরও একজন নারী সংসদ সদস্য সম্পর্কে এ ধরনের কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেয়ার আগে তার ভেবে দেখা উচিত ছিল যে, তারও মেয়ে আছে। স্ত্রী আছে। মা আছে। শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেন, নারী সদস্যদের নিয়ে অলি আহমেদের ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে সব সংসদ সদস্যের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। এজন্য তাকে শুধু সংসদের কাছে ক্ষমা চাইলেই হবে না, কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের জন্য তার বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদে একটা নিন্দা প্রস্তাব আনা উচিত। এছাড়া এ বিষয়টি বিশেষ অধিকার কমিটিতে পাঠানোর জন্য আমি সুপারিশ করছি। স্পিকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, অলিকে ডেকে এনে বিশেষ কমিটিতে তার বক্তব্য উপস্থাপন করুন। এ ধরনের বক্তব্য তিনি কেন দিচ্ছেন? আসলে সংসদকে ধ্বংস করার জন্য তারা এ ধরনের ষড়যন্ত্র করছেন কি-না তাও আমাদের ভেবে দেখা উচিত। যাতে ভবিষ্যতে আর যেন কোন সংসদ সদস্য এ ধরনের বক্তব্য না দিতে পারে। সেজন্য কর্নেল (অব.) অলি আহমেদের বিচার করতে হবে।

××××××××